তারিখ 21 FEB 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

এনসিটিবি নীরব পাহাড়িরা সরব

আবু দাউদ, খাগড়াছড়ি ▷

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা ২০১৬ সালেও মাতৃভাষায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গত বছর অর্থের অভাবে নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার পাঠ্যপুস্তক ছাপানো না হলেও এবার কারণটি অজ্ঞাতই থেকে গেল। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) নীরব ভূমিকায় হতাশ হয়েছে পাহাড়িরা। বই না ছাপানোয় তাদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালুর সরকারি উদ্যোগ তৃতীয়বারের মতো ভেস্তে যেতে চলেছে।

এ ব্যাপারে এনসিটিবির কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, অর্থ সংকটের কারণে এবারও নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার পাঠ্যপুস্তক ছাপানো সম্ভব হয়নি।

জানা গেছে, সরকার ২০১২ সালে প্রথম দফায় পাঁচটি মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং পড়াশোনা শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ জন্য জাতীয় পর্যায়ে মাল্টিলিঙ্গুয়াল এডুকেশন (এমএলই) কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তিনটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাক-প্রাথমিকের শিশুদের হাতে নিজ নিজ ভাষার বই তুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই বছর আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সেটি সম্ভব হয়নি। পরে একই বছরের ফেব্রুয়ারিতে দুই দিনের কর্মশালা করে জাতীয় পর্যায়ে মাতৃভাষার ব্রিজিং পরিকল্পনা প্রণীত হয়। ২০১৫ সালে অর্থ সংকটের কারণ দেখিয়ে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু করা হয়নি। কিন্তু চলতি বছর পাণ্ডুলিপিসহ সব কিছু প্রস্তুত থাকার পরও অজ্ঞাত কারণে মাতৃভাষার বই ছাপানো হয়নি। এ কারণে বহু প্রত্যাশিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় এবারও শিক্ষা চালু করা যাচ্ছে না।

এনসিটিবির একটি সূত্র জানায়, পাঠ্যপুস্তক ছাপানোসহ বিভিন্ন খরচের জন্য বহুবার লেখালেখি হলেও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ফলে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ পাঁচটি ভাষার পাঠ্যপুস্তকের লেখকদের প্রাপ্য টাকাও পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এনসিটিবিকে নিজস্ব অর্থে বই ছাপাতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু এ খাতে ব্যয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট কোড না থাকায় সেটা করা হয়নি। বিষয়টি তখনই এনসিটিবি শিক্ষা অধিদপ্তরকে জানিয়েছে।

মাতৃভাষায় শিক্ষা বঞ্চিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

এ ব্যাপারে স্থানীয় বিভিন্ন এনজিওর কর্মকর্তারা সরকারের সমন্বয়হীনতাকে দায়ী করেছেন। অন্যদিকে বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদ অর্থ সংকটকে কারণ হিসেবে না দেখে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অজ্ঞাত বাধা ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিকতার অভাবকেই দায়ী করেছেন।

এদিকে আন্তর্জাতিক সংগঠন সেভ দ্য চিলড্রেনের অর্থায়নে জাবারাং কল্যাণ সমিতিসহ বিভিন্ন এনজিওর উদ্যোগে মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও এর বেশির ভাগই সংকুচিত হয়ে এসেছে। এর প্রধান কারণ অর্থ সংকট; যদিও খাগড়াছড়িতে শিশুর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় জাবারাং পরিচালিত স্কুলগুলোতে পড়ুয়া শিশুরা প্রাথমিক স্কুলে গিয়ে ভালো ফল করছে বলে দাবি করেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

এ ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম উদ্যোক্তা মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা বলেন, 'সরকারের ইতিবাচক মনোভাব ও আগ্রহ থাকার পরও মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু করতে না পারার যৌক্তিক কোনো কারণ দেখছি না। ২০১৪ ও ২০১৫ সালের পর ২০১৬-তেও কেন পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হয়নি তার সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি।' এ সময় তিনি বিলম্বে হলেও এ বছরই পাঠ্যপুস্তক ছাপিয়ে পাহাড়ি শিশুদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানান।

এ ব্যাপারে এনসিটিবির সদস্য (কারিকুলাম) অধ্যাপক সরকার আব্দুল মান্নান জানান, ২০১৪ সালেই মাতৃভাষার বই ছাপানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু পরের বছর বাজেট সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ বছরও একই সংকটে বই ছাপা হয়নি। তবে মার্চের মধ্যে বাজেট পেলে জুনের মধ্যেই শিশুরা মাতৃভাষার বই পড়তে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মামুন কবির জানান, পাঠ্যপুস্তক ছাপানোসহ অন্যান্য নির্দেশনা পেলে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও বর্ণমালায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করা হবে।

জানা গেছে, প্রথম দফায় পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এবং সমতলের সাদরি ও গারো ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ম্রো, মণিপুরি (বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ), তঞ্চঙ্গ্যা, খাসি, বমসহ ছয়টি ভাষায় এবং তৃতীয়বারে কোচ, কুড়ুক (ওরাও), হাজং, রাখাইন, খুমি ও খ্যাং ভাষার পর অন্যান্য ভাষায়ও প্রাথমিক শিক্ষা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।